গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

আগস্ট/২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ	ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
সভার তারিখ ও সময়ঃ	২২ আগস্ট, ২০১৯; বেলা ১০:০০ টা.
সভার স্থানঃ	খাদ্য অধিদপ্তরের সভাকক্ষ।
সভার উপস্থিতিঃ	পরিশিষ্ট 'ক' (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। জুলাই, ২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন না থাকায় এটি দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর আলোচ্য সূচিসমূহ অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) সভায় পর্যায়ক্রমে তুলে ধরলে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
১।	পরিদর্শন	সভার শুরুতে অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) গত জুলাই/১৯ মাসে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের পরিদর্শন বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। মহাপরিচালক মহোদয় পর্যায়ক্রমে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে নির্দেশ দেন। ক) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক চট্টগ্রাম বলেন, চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু স্থাপনায় রাজনৈতিক প্রভাবে প্রকৃত কৃষকের নিকট হতে ধান কেনা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। চট্টগ্রাম বিভাগে প্রায় ৭ হাজার মে.টন ধান কেনা বাকি আছে। বিশেষ করে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া এলএসডিতে ধান কেনার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হচ্ছে। তবে লক্ষ্যমাত্রার অবশিষ্ট ধান বিভাগের ভিতরে সমন্বয় করে সময়সীমার মধ্যে সংগ্রহ সম্পন্ন করা যাবে মর্মে আশা ব্যক্ত করেন।	ক - গ) স্থাপনাভিত্তিক ধানের লক্ষ্যমাত্রার অবশিষ্ট পরিমাণ সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে।	পরিচালক, সংগ্রহ/চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো/সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)
		খ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী বলেন- রাজশাহী বিভাগে ৩১ হাজার মে.টন সিদ্ধ চাল কেনা বাকি আছে। গুদামে জায়গার সংকুলান না থাকায় লক্ষ্যমাত্রার অবশিষ্ট ধান/চাল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। সংগ্রহের সময়কাল ও গুদামের জায়গার সংকুলান সমন্বয় করা গেলে লক্ষ্যমাত্রার অবশিষ্ট ধান/চাল সংগ্রহ সম্পন্ন করা যাবে বলে আশা করা যায়।		
		গ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রংপুর বলেন- রংপুর বিভাগের নীলফামারীতে কৃষক ধান বিক্রি করতে চাচ্ছে না। স্থানীয় রাজনৈতিকদের প্রভাবে প্রকৃত কৃষকের নিকট হতে ধান কেনা যাচ্ছিল না। উপজেলার নির্বাহী অফিসারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় রাজনৈতিক প্রভাব কমে এসেছে ও সমঝোতা হয়েছে। কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার কিছু সমস্যা ছিল; তা সমাধান হয়েছে। রংপুর বিভাগে লক্ষ্যমাত্রার ৮১% ধান/চাল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার অবশিষ্ট ধান/চাল নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সংগ্রহের সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছে মর্মেও জানান।		

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		ঘ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা জানান যে, খুলনা বিভাগে লক্ষ্যমাত্রার ৮০% ধান/চাল কেনা সম্ভব হয়েছে। মেহেরপুর জেলার গাংণি উপজেলার স্থানীয় এম.পি এর হস্তক্ষেপের কারণে ধান কেনা সম্ভব হয়নি। মহাপরিচালক মহোদয় গাংণিতে ধান কেনার সমস্যা বিষয়ে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সাথে কথা বলবেন। মহাপরিচালক মহোদয় আরো বলেন, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সমস্যা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিবেন। প্রত্যেক আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিসে প্রতি মাসে সমন্বয় সভা করবেন।	ঘ) i) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে অধীনস্তদের কর্মকান্ডের যথাযথ তদারকি নিশ্চিত করবেন; ii) প্রত্যেক আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে মাসিক সমন্বয় সভা করতে হবে।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।
		ঙ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিলেট বলেন- সিলেট বিভাগে প্রায় ১০ হাজার মে.টন ধান কেনা বাকি রয়েছে। গুদামে জায়গার সংকুলানের অভাবে অবশিষ্ট ধান কেনা যাচ্ছে না। সুনামগঞ্জ জেলায় ধান না কিনে চাল কেনা হচ্ছে। ছাতক ও মল্লিকপুরে গুদামে অনেক খালি জায়গা রয়েছে। IRTC-এর মাধ্যমে Movement করতে হবে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক জানান, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সুনামগঞ্জ জানিয়েছেন যে, নৌ-পরিবহণ ঠিকাদার থাকা সত্তেও বিভিন্ন সমস্যার কথা বলে ধান/চাল পরিবহণ করছেন না। সড়ক পরিবহণ ঠিকাদারের হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ এলএসডি হতে মাধবপুর এলএসডিতে ২৫ টন চাল পরিবহণ করার কথা; কিন্তু ঠিকাদার উক্ত চাল মাধবপুর এলএসডিতে পরিবহণ না করে তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে নেন। বিষয়টি ম্যাজিস্ট্রেট জব্দ করেন; জেলা প্রশাসক হবিগঞ্জ তদন্ত করে প্রতিবেদন দেন যে, উক্ত ঠিকাদারের অসৎ উদ্দেশ্য ছিল। মহাপরিচালক মহোদয় বলেন, জেলা প্রশাসকের তদন্ত কমিটির মতামত অনুসারে হবিগঞ্জের উক্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা/মামলা করতে হবে। হবিগঞ্জে ভিজিএফ এর চাল গুদামে রেখে দেয়ার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সংগ্রহের সময়সীমার মধ্যে লক্ষ্যমাত্রার অবশিষ্ট ধান সংগ্রহ নিশ্চিত করতে সভাপতি বলেন হবিগঞ্জ জেলায় ভিজিএফ এর চাল না নিয়ে গুদামে রেখে দেয়া হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনার আলোকে গুদামে রক্ষিত রেকর্ড বহির্ভূত ভিজিএফ এর চাল বিধি মোতাবেক রেকর্ডভূক্ত করতে হবে।	ঙ) i) জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির মতামতের আলোকে হবিগঞ্জের সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে মামলা/ফৌজদারী মামলা করতে হবে। ii) হবিগঞ্জ জেলার খাদ্য গুদামে অলিখিতভাবে রাখা চাল বিধি মোতাবেক সরকারি রেকর্ডভূক্ত করতে হবে।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিলেট।
		চ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা বলেন- ঢাকা বিভাগে জায়গার অভাবে লক্ষ্যমাত্রার সম্পূর্ণ ধান সংগ্রহ করা যায়নি। লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ২৯ হাজার মে.টন ধান সংগ্রহের বাকি রয়েছে। জামালপুরের বন্যার কারণে ধান কেনা সাময়িক বন্ধ ছিল। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, শ্রীপুর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২৭ হাজার মে.টন ধান অতিরিক্ত গুদামে গ্রহণ করেছে। এরপর আরো ২০০ মে.টন অতিরিক্ত বরাদ্দ চেয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আবেদন করেছে। এসবের কারণ জানার জন্য মহাপরিচালক নির্দেশ দেন। মহাপরিচালক মহোদয় ঢাকা বিভাগে গুদামে জায়গা সংকুলানের ব্যবস্থা করার জন্য পরিচালক চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগকে নির্দেশ দেন।	চ) i) গাজীপুরে লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত ধান কেনার বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে হবে। ii) ঢাকা বিভাগের এলএসডি/ সিএসডিগুলোতে জায়গার সংকুলানের ব্যবস্থা নিতে হবে।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা। পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		ছ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল জানান- ভোলা জেলায় প্রায় ২১০০ মে.টন ধান কেনা বাকি আছে। মহাপরিচালক মহোদয় জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ভোলায় সংগ্রহের সময়সীমার মধ্যে অবশিষ্ট ধান/চাল সংগ্রহের উপরে জোর তাগিদ দেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল খাদ্য বিভাগ হতে স্কুল ফিডিং এর চাল সরবরাহ করার প্রস্তাব দেন।	ছ) সংগ্রহের সময় সীমার মধ্যে লক্ষ্যমাত্রার সমুদয় ধান ও চাল ক্রয় নিশ্চিত করতে হবে।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)
২	সংগ্রহ	মহাপরিচালক মহোদয় বলেন- ধান সংগ্রহের সময়সীমার মধ্যে নীতিমালার আলোকে স্থানীয়ভাবে লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করে ১০০% সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে। চাল কেনা বন্ধ রেখে ধান কেনার নির্দেশনা ছিল। কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবে সব জায়গায় অনুসরণ করা হয়নি। স্বপ্রণোদিত হয়ে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে চাল সংগ্রহ করা হয়েছে। যে সব স্থাপনায় ধানের লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জন করা যায়নি সে সব স্থাপনার তালিকা আলাদা করে আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। কেন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়নি তারও উপজেলা/স্থাপনা ভিত্তিক ব্যাখ্যা থাকতে হবে। প্রতি সংগ্রহ মৌসুমের পূর্বেই সরেজমিনে অচল/বন্ধ মিল যাচাই অভিযান করতে হবে। যাতে কোনভাবেই অচল/বন্ধ মিলের অনুকূলে বরাদ্দ না নিতে পারে। মহাপরিচালক মহোদয় দ্রুত ধান ভাঙ্গিয়ে চাল করার নির্দেশ দেন। এতে গুদামে জায়গার সংকুলান হবে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ বলেন মিলাররা ধান ভাংগানোর জন্য ধান নিতে চাচ্ছে না। এছাড়া ধান ভাংগানোর খরচ কম হওয়ায় মিলাররা ধান ভাংগাতে আগ্রহী হচ্ছে না। মহাপরিচালক মহোদয় আরো বলেন, যে ধান ভাংগানো হবে; ঠিক ঐ ধানের চালই বুঝে নিতে হবে। মিলার চাল যাতে পরিবর্তন করে দিতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। যে সকল মিলার ধান ভাংগাতে আগ্রহী নয় এবং ধান ভাংগিয়ে চাল ফেরত দিচ্ছে না বা চাল পরিবর্তন করে দিচ্ছে তাদের নিকট হতে চাল নেয়া যাবে না এবং ভবিষ্যতে চাল কেনার জন্য চুক্তি করা যাবে না। প্রয়োজনে এসব কর্মের জন্য সংশ্লিষ্ট মিলারদের সাথে চাল কেনার চুক্তি বাতিল করতে হবে। ভবিষ্যতে যে সব মিলারদের নিকট হতে চাল কেনার চুক্তি করা হবে; তাদেরকে ধান ভাংগানোর এবং যথাসময়ে অবিকল চাল ফেরত দেয়ার শর্ত দিয়ে চুক্তি করতে হবে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক রাজশাহী ধান ভাংগানোর খরচ বাড়ানোর বা সময় উপযোগী করার প্রস্তাব দেন এবং এ সংক্রান্ত একটি পত্র আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী হতে সংগ্রহ বিভাগে প্রেরণ করেছেন মর্মে সভায় জানান।	ক) নীতিমালার আলোকে ধান সংগ্রহ শতভাগ অর্জন করতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করতে হবে। খ) যে সকল উপজেলা/স্থাপনা লক্ষ্যমাত্রার সম্পূর্ণ পরিমাণ ধান ক্রয় করতে পারেনি; তাদের তালিকা করতে হবে এবং কেন সম্পূর্ণ পরিমাণ ধান ক্রয় করতে পারেনি তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। গ) বিনির্দেশসম্মত চাল সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে। ঘ) প্রতি সংগ্রহ মৌসুমের পূর্বে অচল/ বন্ধ মিল সরেজমিনে সঠিকভাবে যাচাই করে তালিকা করতে হবে। ঙ) সংগ্রহ নীতিমালায় যে সব মিলারদের নিকট হতে চাল কেনার চুক্তি হবে তাদেরকেই ধান ভাঙ্গানোর বাধ্যবাধকতার নীতি প্রয়োগ করতে হবে। চ) চাল সংগ্রহের তারিখ, এলএসডির নাম, মিলের নাম, মৌসুমের নাম, জেলার নাম ইত্যাদিসহ চালের বস্তায় সুস্পষ্ট স্টেনসীল নিশ্চিত করতে হবে এবং স্টেনসীলবিহীন বস্তার চাল গ্রহণকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল) পরিচালক, সংগ্রহ বিভাগ। পরিচালক, সংগ্রহ বিভাগ/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		মহাপরিচালক মহোদয় ধান ভাংগানোর খরচ সংক্রান্ত আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহীর পত্রটি উপস্থাপন করার জন্য সংগ্রহ বিভাগকে নির্দেশ দেন। সভায় মহাপরিচালক মহোদয় সংগৃহীত চালের মান নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং কার্যকর পরিদর্শন বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া তিনি ওয়ারেন্টি অনুযায়ী চাল বিতরণ করতে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুরোধ ব্যাতিরেকে ভিজিডি ও ভিজিএফ এর চাল না রাখার নির্দেশ দেন। এছাড়া চাল সংগ্রহের তারিখ এলএসডির নাম, মিলের নাম, মৌসুমের নাম, জেলার নাম ইত্যাদিসহ চালের বস্তার গায়ে সুস্পষ্ট সীল প্রদান করার জন্য তিনি নির্দেশ দেন। কোনক্রমেই সুস্পষ্ট স্টেনসীল ছাড়া চাল সরবরাহ করা যাবে না ও তা গ্রহণ করা যাবে না। স্টেনসীল ছাড়া চাল গ্রহণকারীগণকে দায়ী করা হবে।		
৩।	মামলা ও আইনগত কার্যক্রম	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশালের ভবনের জমি বিষয়ে একটি মামলা আছে। মামলার বাদী মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে রীট পিটিশন দায়ের করেছেন। রীটের আর্জির দফাওয়ারী জবাবের কাজ চলমান আছে। জেলা প্রশাসক বরিশাল এর মাধ্যমে অতি দ্রুত জবাব প্রেরণ করা হবে মর্মে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল সভায় অবহিত করেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিলেট জানান জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিলেটের কার্যালয়ের জমি নিয়ে একটি মামলা আছে। জনৈক ব্যক্তি খাদ্য বিভাগের লোক পরিচয়ে খাদ্য বিভাগের পক্ষে মামলার জবাব দেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি খাদ্য বিভাগের লোক নন বিধায় সরকার পক্ষ মামলায় হেরে যায়; খাদ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার সাথে যোগাযোগ রেখে সরকারি মামলাগুলোর পক্ষে যথাসময়ে নিয়মিতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা অব্যাহত রাখার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল/সিলেট জমি নিয়ে চলমান মোকদ্দমার যথাযথ তদারকি নিশ্চিত করবেন।	বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক বরিশাল/ সিলেট/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল/ সিলেট।
৪।	খাদ্যশস্য চলাচল	পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ বলেন, রেল সাইডিং মেরামত করার জন্য টাকা দেয়া হলেও তা দিয়ে সময়মত মেরামতের কাজ করা হয় না। হ্যান্ডলিং ঠিকাদারদের সিডিউল এর মধ্যে চালের বস্তার গায়ে স্টেনসীল মারার বিষয়টি রয়েছে। মিলে বস্তা দেয়ার পূর্বেই এই স্টেনসীল মারার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ তা বাস্তবায়ন করতে পারছেন না। এটা আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের বাস্তবায়ন করতে হবে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ জানান যে, সংগ্রহের শ্রমিক হ্যান্ডলিং এর বিলের টাকার পরিমাণ খুবই কম, মহাপরিচালক মহোদয় নীতিমালার আওতায় কাজ করার নির্দেশনা দেন এবং সমস্যাসমূহ উত্তোরণের প্রচেষ্টা চালাতে হবে মর্মে জানান। চালের নমুনা সীলগালা করে পরিবহণ যানের সাথে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং নমুনা চালের সাথে চালের গুণগত মান মিলিকরণ করে গ্রহণ করতে হবে।	ক) যথাসময়ে রেল সাইডিং মেরামতের কাজ করাতে হবে। খ) হ্যান্ডলিং ঠিকাদারের মাধ্যমে সিডিউল মোতাবেক বস্তার গায়ে স্টেনসীল দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। গ) সিলগালাকৃত নুমনা চালের সাথে পরিবহণ যানের চালের গুণগত মান মিলিকরণ করে গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, চসসা বিভাগ/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক(সকল)/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
৫।	বেসরকারি পর্যায়ে গুদামের সংখ্যা ও ধারণক্ষমতা এবংগুদামে মজুত খাদ্যশস্য পরিবীক্ষণ	নরসিংদী জেলার মনোহরদী এলএসডি হতে পোকাযুক্ত চাল সরবরাহ করায় ভোক্তাগণ তা নিতে অস্বীকার করেছে। পোকাযুক্ত চাল কেন সরবরাহ করা হলো তা সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট ব্যাখ্যা চেয়ে জানা প্রয়োজন। মহাপরিচালক মহোদয় বলেন, ইতোপূর্বে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, কোথাও চালে পোকা থাকলে বা সামান্য ধুলো ময়া থাকলে চাল ঝেড়ে ও পোকামুক্ত করে সরবরাহ করতে হবে। অবশ্যই ভাল চাল সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। প্রতি পাক্ষিক ভিত্তিতে সরেজমিনে বস্তা গণনা করে প্রতিটি খামালের প্রাক্কলন উপস্থাপন করতে হবে। আগামী মাসিক সমন্বয় সভায় ৭ বিভাগের লাইসেন্সের তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।	ক) নরসিংদীর মনোহরদী এলএসডি হতে পোকাযুক্ত চাল সরবরাহের বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ব্যাখ্যা তলব করতে হবে। খ) কোনভাবেই পোকাক্রান্ত বা ধুলো ময়লাযুক্ত চাল সরবরাহ করা যাবে না। গ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ কর্তৃক প্রতি পাক্ষিক ভিত্তিতে সরেজমিনে বস্তা গণনা করে খামাল ভিত্তিক প্রাক্কলন উপস্থাপন করতে হবে।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা। সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক। ঐ
	ওএমএস কার্যক্রম	ওএমএস পয়েন্ট এর তালিকা পর্যায়ক্রমে প্রতিটি পয়েন্ট পরিদর্শন করে মাস শেষে সমস্যা চিহ্নিত করে প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। ওএমএস ডিলারশীপের আবেদনের প্রেক্ষিতে বর্তমানে পর্যাপ্ত ডিলার থাকায় ডিলার নিয়োগের সুযোগ নেই তা জানিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজন হলে তথ্যসহ উপস্থাপন করলে মহাপরিচালক সিদ্ধান্ত দিবেন।	ক) ওএমএস পয়েন্ট নির্ধারণ করে পর্যায়ক্রমে পরিদর্শন করে মাস শেষে প্রতিবেদন দিতে হবে। খ) নতুন করে ওএমএস ডিলার নিয়োগের প্রস্তাব দেয়া যাবে না।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ/প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি	৫০ লাখ পরিবারের প্রত্যেক পরিবার ৩০ কেজি করে চাল পেল কিনা তা যাচাই করে দেখতে হবে। আগামীতে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচীতে কোন প্রশ্ন না ওঠে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে।	ক) খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির আগামী প্রান্তিকে ৫০ লাখ হত দরিদ্রের প্রত্যেক পরিবারের জন্য ৩০ কেজি চাল সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। খ) আসন্ন খাদ্য বান্ধব কর্মসূচিতে কোন প্রকার অনিয়ম বরদাশত করা হবে না।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
	টোকেন মানি পরিশোধ	বকেয়া টোকেন মানি আদায় করে দ্রুত পরিশোধ করতে হবে। টোকেন মানি বিষয়ে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ তথ্য দিলে সে অনুযায়ী অধিদপ্তর হতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর হতে প্রাপ্ত টোকেন মানির তথ্যের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং/ সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
৬।	রাজস্ব বাজেটের আওতায় রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্মাণ কার্যাদি	চালের বস্তার গায়ে বড় বোঙ্গা মারার ফলে সৃষ্ট বড় ছিদ্র দিয়ে সহজেই সেলাইকৃত বস্তা হতে চাল সরানো যায়। যা নিয়ে মহাপরিচালক মহোদয় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সংশ্লিষ্ট সকল স্থাপনায় আগামী আগস্ট মাসের সমন্বয় সভার পূর্বেই অভিন্ন আদর্শ মানের বোঙ্গা সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশ দেন। পরিচালক, পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ সভায় প্যাডি সাইলো নির্মাণ বিষয়ে আলোচনা করেন। সাইলো নির্মাণের পয়েন্ট নির্বাচন বিষয়ে সকলের মতামত চাওয়া হয়। স্কেল বসানোর কাজ শেষ হলে পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ হতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ ডক ইয়ার্ডের লোকদের স্কেল স্থাপনে সহায়তা করবেন। স্কেলগুলো ঠিক আছে কিনা Operational activities ঠিক আছে কিনা তা আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ বুঝে নিবেন।	ক) আগস্ট/১৯ মাসের সমন্বয় সভার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট সকল স্থাপনায় এক ও অভিন্ন বোঙ্গা সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। খ) ধানের সাইলো নির্মাণের পয়েন্ট নির্বাচনের প্রস্তাব দিতে হবে (যদি থাকে)। গ) ১০০০ স্কেল বসানোর কাজ শেষ হলে পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। ঘ) স্কেলগুলোর অপারেশনাল কার্যক্রম সঠিক আছে কিনা তা সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকরা যাচাই করে নিবেন।	পরিচালক, পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ/সকল সাইলো অধীক্ষক/ সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
			ঙ) যে সকল উপজেলায় এলএসডি নেই ও জরাজীর্ণ খাদ্য গুদাম রয়েছে তা চিহ্নিত করে পরবর্তী প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। চ) সান্তাহার সাইলোতে সরবরাহকৃত Fork Lift এর capacity কম তা যথোপযুক্ত তথ্য প্রমাণসহ উল্লেখপূর্বক সান্তাহার ও চট্টগ্রাম সাইলো অধীক্ষক পত্র দিবেন।	
৭।	প্রকল্প (এডিপি)	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে। পরিচালক কাজের তদারকি জোরদার করবেন।	প্রকল্প পরিচালক/ পরিচালক, পরিদর্শন, উন্নয়ণ ও কারিগরী সেবা বিভাগ
৮।	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার নিয়ে দ্রুত প্রশিক্ষণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের উপর দ্রুত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, প্রশিক্ষণ বিভাগ/অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ
৯।	বাণিজ্যিক অডিট	প্রত্যেক আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক প্রতি মাসে বাণিজ্যিক নিরীক্ষা বিষয়ে কমপক্ষে ২টি সভা করতে বলা হয়।	প্রত্যেক আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রককে প্রতি মাসে বাণিজ্যিক নিরীক্ষা বিষয়ে কমপক্ষে ২টি দ্বিপক্ষীয় সভা করতে হবে।	সকল পরিচালক ও সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
১০।	**বিবিধঃ**			
১০.১)	শুদ্ধাচার	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল এর উপর সরকার গুরুত্ব দিয়েছেন। ২০১৯-২০ এর লক্ষ্যমাত্রার আলোকে কোয়ার্টারভিত্তিক শুদ্ধাচার প্রতিবেদন, নৈতিকতা কমিটির সভা ও অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক) ২০১৯-২০ অর্থ বছরের শুদ্ধাচারের (জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯) ১ম কোয়ার্টারের অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। খ) ২০১৯-২০ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে নৈতিকতা কমিটির সভা, অংশীজনের অংশগ্রহণের সভা ইত্যাদি বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠান করে কার্যবিবরণী প্রেরণ করতে হবে।	সকল পরিচালক/ অতিরিক্ত পরিচালক/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সাইলো অধীক্ষক
১০.২)	ই-নথি কার্যক্রম-	বড় ক্যাটাগরির ১৬ (ষোল) টি অধিদপ্তরের মধ্যে গত জুলাই মাসে খাদ্য অধিদপ্তর ৫ম অবস্থানে রয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের সকল বিভাগ/শাখা/ মাঠ পর্যায়ে ই-নথি কার্যক্রম বাড়াতে হবে। খাদ্য অধিদপ্তরের কোন বিভাগ/শাখা/মাঠ পর্যায়ের স্থাপনাভিত্তিক ই-নথির কার্যক্রম প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে। আবশ্যিকভাবে নিকশ ফন্টে লিখতে হবে।	ক) খাদ্য অধিদপ্তরের সকল বিভাগ/শাখা/মাঠ পর্যায়ে ই-নথি কার্যক্রম বাড়াতে হবে। খ) খাদ্য অধিদপ্তরের প্রত্যেক বিভাগ/ শাখা/মাঠ পর্যায়ের স্থাপনাভিত্তিক ই-নথির কার্যক্রম প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে। আবশ্যিকভাবে নিকশ ফন্টে লিখতে হবে।	সকল আঞ্চলিক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সিস্টেম এনালিস্ট।
১০.৩)	ওয়েব পোর্টাল	সাইলো এবং সিএমএসসহ সকল স্থাপনায় ওয়েব পোর্টাল করতে হবে।	সাইলো এবং সিএমএসসহ সকল স্থাপনায় ওয়েব পোর্টাল তৈরী করতে হবে।	সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সাইলো অধীক্ষক, জেলা ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
১০.৪)	ই-জিপি ক্রয় কার্যক্রম	খাদ্য অধিদপ্তরাধীন টেন্ডারসমূহ ই-জিপিতে করতে হবে।	খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সকল টেন্ডার ই-জিপিতে করতে হবে।	সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
১০.৫)	ইন্টারনেট এর গতি বৃদ্ধি সম্পর্কে	খাদ্য ভবনে মাঝে মধ্যে ইন্টারনেট এর সংযোগ পাওয়া যায় না এবং গতি একবারেই শ্লথ থাকে; ফলে স্বাভাবিক কাজ সম্পাদনে বিঘ্ন ঘটে।	খাদ্য ভবনে সর্বদা ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে এবং ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধি করতে হবে।	সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০.৬)	সিটিজেন চার্টার	খাদ্য ভবনের সিটিজেন চার্টার এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের জন্য প্রস্তুত করা চার্টারের মডেল প্রস্তুত করা হয়েছে। স্ব স্ব দপ্তরের সিটিজেন চার্টার ওয়েব সাইটে আপলোড করতে হবে এবং দৃশ্যমান স্থানে টাঙ্গাতে হবে। সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা নিশ্চিত করতে হবে।	খাদ্য ভবনের সিটিজেন চার্টার এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের জন্য সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত করে সকল দপ্তরের ওয়েব সাইটে আপলোড করতে হবে এবং দৃশ্যমান স্থানে টাঙ্গাতে হবে। সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা নিশ্চিত করতে হবে।	খাদ্য ভবনের সকল বিভাগ ও অনুবিভাগ/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

আর কোন আলোচনা না থাকায় মহাপরিচালক, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৫/০৯/১৯

(ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম)
মহাপরিচালক
ফোন- ৯৫৮৪৮৩৪
dg@dgfood.gov.bd

স্মারক নং ১৩.০১.০০০০.০৩১.০৬.০০৪.১৯(অংশ-১). ২৪৮০(৪০)

তারিখঃ ২৫/৯/২০১৯ খ্রি.।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে।

১। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। অতিঃ মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রকল্প পরিচালক, সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুসাঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প/ ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। পরিচালক, প্রশাসন/সববি/চসসা/পউকা/সংগ্রহ/প্রশিক্ষণ/হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। প্রধান মিলার, পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল, পোস্তগোলা, ঢাকা।
৮। অতিঃ পরিচালক, প্রশাসন/অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা/এমআইএসএন্ড এম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/চট্রগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর।
১০। সাইলো অধীক্ষক, চট্রগ্রাম/নারায়ণগঞ্জ/সান্তাহার/আশুগঞ্জ/মোংলা সাইলো/ষ্টীল সাইলো, খুলনা।
১১। প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা।
১২। সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১৩। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৪। অফিস কপি।
১৫। মাস্টার কপি।

২৫-০৯-২০১৯

(মাহমুদা আক্তার মৌসুমী)
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)
ফোন-৯৫৬১২০৯
dd.est@dgfood.gov.bd